

মানবমন

সর্বময়, সর্বব্যাপ্ত শ্রেণীবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, বর্ণবৈষম্যের এই সমাজটা আমাদের স্বপ্নের তো নয়ই, কোনো আকাঙ্ক্ষিত সমাজও নয়। অথচ এই সমাজে জন্মানোর পর থেকে এর আলো, হাওয়া, মাটির স্পর্শ নিয়ে আমরা আমাদের পরিবারে সমাজে যখন বড় হয়ে উঠি তখন এই দুঃসহ বৈষম্যের দুঃখ-বেদনা আমাদের যথেষ্ট পীড়িত করে। তাই আমরা চাই আরও অনেক ভালো করে এই সমাজটাকে গড়ে তুলতে। তখন উপলব্ধি করি এর জন্য এই সমাজটাকে বদলে ফেলতে হবে। কিন্তু চাইলেই এমন বদলে ফেলা যায় না কারণ বদলে ফেলা এমন সহজ কাজ নয়। আমরা জানি একটি গতিপথ ধরে এই সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই গড়ে ওঠা কারও ইচ্ছা বা খুশিতে নয়। তাই এই গড়ে ওঠার একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে তবেই আমরা এই সমাজের সমস্ত অপূর্ণতাগুলি পূরণ করতে পারি।

এই কর্মপ্রক্রিয়ায় আমাদের সব থেকে বড় হাতিয়ার হল মার্কসবাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি যা যে কোনো প্রকারের বিচার-বিবেচনার পটপ্রেক্ষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই মার্কসবাদের পথকে পাথেয় করে 1961 সালে প্রখ্যাত পাবলিক স্নায়ুমনস্তত্ত্ববিদ ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ‘মানবমন’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণী কর্মীদের হাতে পৃথিবীজুড়ে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের বিকশিত আধুনিক ধারার সমস্ত উপাদানগুলি পৌঁছে দেওয়া। তিনি চেয়েছিলেন, এরই সঙ্গে গড়ে উঠবে কুসংস্কার-বিরোধী, অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান-বিরোধী এক জীবনচর্চার ধারা বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে। কারণ সমাজমনস্ক, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ-পরিবর্তনকামী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য কর্মীদের মন থেকে এমন পিছিয়ে পড়া যুক্তিবিচারবোধ-বিরোধী ভাবনার জঞ্জাল দূর করতে না পারলে কখনই উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। একেই ডা. গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন ‘এনসাইক্লোপেডিস্ট মুভমেন্ট’ যার দৌলতে পাশ্চাত্য সমাজের বিপুল পরিমাণ অগ্রগতি ঘটেছে।

জন্মলগ্ন থেকে আমরা এই কাজ করে আসছি এবং এই বিচারে ‘মানবমন’ হল সমগ্র এশিয়ায় স্থানীয় ভাষায় প্রায় ষাট বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলা একমাত্র পত্রিকা যা এই বিপুল পরিবর্তনকামী মানুষজনের কাছে হাতিয়ারের মতো। কারণ এই পত্রিকা প্রখ্যাত স্নায়ু-শারীরবিজ্ঞানী পাবলভের স্নায়ুগবেষণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। এই পত্রিকা দাবী করতে পারে, তারা পশ্চিমবাংলার বিজ্ঞান-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।

বলা হয় ‘মন’ হল মানবসমাজের শেষ যুদ্ধ স্থল যেখানে সর্বাপেক্ষা কঠিন যুদ্ধ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে আমরা কখনই ঐ সমাজ-পরিবর্তনের কাজে সফল হব না। দার্শনিক হেগেল বলছেন, বস্তুর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হল সমগ্র পরিবর্তনের সার কথা; কিন্তু এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয় বহির্জাত যথাযথ পরিবর্তনের তত্ত্বগুলি, যার ওপর ভর করে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন স্থায়ী ও মজবুত হয়ে থাকে। এমন পরিবর্তনের তত্ত্ব হাতের কাছে সাজিয়ে দেবার জন্য ‘মানবমন’ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। আর এই কর্মপ্রক্রিয়ার ধারা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। কারণ ‘মানবমন’ তার এই নথিভুক্তকরণের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করে এবং এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য সে শত বাধার সামনেও মাথা নত করেনি, সুবিধাবাদকে প্রশয় দেয়নি।